বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান প্রকল্প সমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
১	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	০১.০৭.২০১০ হতে ৩১.১২.২০২৫	মোঃ সুবক্তগীন পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭৫৫৫০০৪৬৮ ই-মেইল: pdcox@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের “দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির মূল ডিপিপি গত ০৬ জুলাই ২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত সেকশনে মিটার গেজের পরিবর্তে ডুয়েল গেজ নির্মাণের সংস্থান রেখে হালনাগাদ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিশদ নকশা প্রনয়ণ এর ভিত্তিতে এডিবি এবং জিওবি’র অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ১৮,০৩৪.৪৮ কোটি (আঠার হাজার চৌত্রিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ) (জিওবি ৪,৯১৯.০৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩,১১৫.৪১ কোটি) টাকা ব্যয় ও ০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০২২ মেয়াদ সম্বলিত ‘‘দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ “ প্রকল্পটির প্রথম সংশোধিত প্রস্তাব গত ১৯.০৪.২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় ৬৬৯৮.৫০কোটি টাকা হ্রাস করে ১১,৩৩৫.৯৭ কোটি (জিওবি ২,৬৯৬.৪০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৮,৬৩৯.৫৭ কোটি) টাকা ব্যয় এবং জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদসহ উক্ত প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ০৪.১২.২০২৪ তারিখে মাননীয় উপদেষ্টা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১১৩৩৫৯৭.০০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ২৬৯৬৪০.৪৯ লক্ষ টাকা। পিএল: ৮৬৩৯৫৬.৫১ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে (TAR) নেটওয়ার্কে অনুপস্থিত লিঙ্কটি নির্মাণের ক্ষেত্রে একধাপ অগ্রসর হওয়া এবং দোহাজারী থেকে বিদ্যমান রেল লাইন প্রসারিত করে বিখ্যাত পর্যটন নগরী কক্সবাজার এর সাথে সরাসরি সংযোগ প্রদান করে ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সহজ এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। **প্রকল্পের অনুমোদন:** বাংলাদেশ রেলওয়ের “দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির মূল ডিপিপি গত ০৬ জুলাই ২০১০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় । **প্রধান কার্যক্রম:** প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম এর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১৩৯.৪৭৬ কিলোমিটার (মেইন লাইন ১০৩.৫৭৭ কিঃমিঃ, লুপ ও সাইডিং ৩৫.৮৯৯ কিঃমিঃ) সিগন্যালিংসহ নতুন সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ। এছাড়াও ৩৮টি মেজর ব্রীজ, ২৫৬ টি মাইনর ব্রীজ/কালভার্ট/আন্ডারপাস নির্মাণ; হাতি চলাচলের জন্য আন্ডারপাস ও ওভারপাস নির্মাণ; ০৯টি নতুন স্টেশন (দোহাজারী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, হারবাং, চকরিয়া, ডুলাহাজারা, ইসলামাবাদ, রামু, কক্সবাজার) নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ। আরো অন্তর্ভূক্ত ছিল ভূমি অধিগ্রহণ, অধিগ্রহণকৃত জমিতে বসবাসরত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং বনায়ন কার্যক্রম।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				অগ্রগতি: বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৩৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.২৯%। **ফলাফল:** গত ১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ঢাকা-কক্সবাজার রুটে ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করা হয় এবং গত ০১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ হতে উক্ত সেকশন দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল করছে। বর্তমানে উক্ত সেকশন দিয়ে প্রতিদিন তিন জোড়া আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করছে।
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের "কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পূনর্বাসন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০২৭	মোঃ সুলতান আলী পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৬৯২৯২৯ ই-মেইল: pd.krf-sbx@railway.gov.bd	**ভূমিকাঃ** ❑ কুলাউড়া-শাহবাজপুর রেলপথ ট্রেন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয় ০৪.১২.১৯৮৬ তারিখে। ❑ ১৯৫৮-১৯৬০ ইং সনে উক্ত রেলপথ সেকশন ৬০ পাঃ রেল স্টীল/কাঠের স্লীপার দ্বারা পুন:নির্মিত হয়। ❑ ক্ষয়প্রাপ্ত রেল এবং মাত্রাতিরিক্ত অকেজো স্লীপার রেলপথে থাকায় ১৫ কিমি/ঘন্টা গতিনিয়ন্ত্রন আরোপ করা হয়। ❑ ঘন ঘন ট্রেন দূর্ঘটনার কারণে ০৭.০৭.২০০২ তারিখ হতে উক্ত রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ❑ এ প্রকল্পে ৫২.৫৪ কিমি (মেইন লাইন- ৪৪.৭৭ কিমি এবং লুপ লাইন ৭.৭৭ কিমি) ডুয়েল গেজ রেলপথ (জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত) ইউআইসি ৬০ কেজি রেল এবং পিএসসি স্লীপার সহযোগে নির্মাণের প্রস্তাবনা রয়েছে। ❑ এই ৪৪.৭৭ কিমি রুট রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যমান কুলাউড়া-শাহবাজপুর পুনঃউন্মুক্ত হবে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৭২৮৪৯.৭৪ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১৭২৫১.০২ লক্ষ টাকা। পিএল: ৫৫৫৯৮.৭৬ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** -কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন রেলপথ পূর্ন-চালুকারণে বিদ্যমান ৫২.৫৪ কিমি (মেইন লাইন-৪৪.৭৭ কিমি এবং লুপ লাইন ৭.৭৭ কিমি) রেলপথ পূর্ণবাসনের মাধ্যমে ডুয়েল গেজ রেলপথ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মান। -- নিরাপদে দ্রুত সময়ে অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালাবাহী ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিতকরণ; -- ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এ অর্ন্তভূক্তি। --আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপন। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** আরডিপিপি একনেকে অনুমোদনের তারিখ ২৬.০৫.২০১৫ খ্রিঃ। **প্রধান কার্যক্রমঃ** ■ ৫২.৫৪ কিমি রেলপথ নির্মাণ (মেইন লাইন- ৪৪.৭৭ কিমি এবং লুপ লাইন ৭.৭৭ কিমি) ■ বক্স কালভার্ট- ৪১টি, মেজর সেতু -১৭টি, ■ ৬টি স্টেশন বিল্ডিং **অগ্রগতিঃ** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৫৭.৪০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৩০%।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				মেজর সেতু -১৭টি (৩৮৪টির মধ্যে ৩৬০টি পাইল সম্পন্ন, ৭টি সেতুর ঢালাই কাজ সম্পন্ন), বক্স কালভার্ট- ৪১টির মধ্যে ২৫ টি সম্পন্ন, ৬ কিমি ট্র্যাকের Initial Linking সম্পন্ন। ৬টি স্টেশন বিল্ডিং এর মধ্যে৩টি স্টেশন বিল্ডিং এর ছাদ সম্পন্ন। সিগনালিং প্যাকেজ- WD 2: চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। **ফলাফলঃ** - বন্ধ রেল সেকশনে পুনরায় ট্রেন যোগাযোগ চালু। - ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এ অর্ন্তভূক্তি। - আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপন।
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	০১.০৭.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০২৭	নাজনীন আরা কেয়া পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫০৬১১৩ ই-মেইল: pd.3rd4th@railway.gov.bd	**প্রকল্পের ভূমিকাঃ** ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর গুরুত্বপূর্ণ সেকশনটি রাজধানী ঢাকাকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করেছে এবং এটি রিজিওনাল/ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের অংশও বটে। বর্তমানে ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ২টি ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ১টি ডুয়েল গেজ লাইন রয়েছে যার লাইন ক্যাপাসিটি স্যাচুরেশন হয়ে গেছে। ফলে, চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এ সেকশনে আরও অতিরিক্ত ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই, অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সিগন্যালিং ও টেলিকম কাজসহ ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ২য় ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ করা হবে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৩৩৪২৫৪.৯০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৫২১৩৮.৮২ লক্ষ টাকা। পিএল: ২৮২১১৬.০৮ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল এ সেকশনের অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সাথে দ্রুততর, নিরাপদতর ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ অধিক সংখ্যক যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন চালু করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন ০৬.০৬.২০২৩ এবং মেয়াদ কাল- **০১ জুলাই ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০২৭।** **প্রধান কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ঢাকা থেকে জয়দেবপুর সেকশনে আরও বেশি সংখ্যক দীর্ঘতর ট্রেন চালানোর জন্য রেললাইনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এটি বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেকশন যা রাজধানী ঢাকাকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করছে। এটি আঞ্চলিক/ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কেরও একটি অংশ। প্রকল্পটির লক্ষ্য হল সেতু, স্টেশন, সিগন্যালিং, টেলিকম এবং আনুষঙ্গিক কাজগুলিসহ ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৪টি মেইন লাইন, টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ২টি মেইন লাইন এবং লুপস ও সাইডিং লাইন UIC 60kg রেল মালামাল দ্বারা নির্মাণ করা। প্রকল্পের লক্ষ্যগুলি হল-

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				• UIC 60Kg রেল এবং সম্পর্কিত উপকরণ সহ মোট ১৩৭.৯৪১ ট্র্যাক (১০৭.৯৪১ কি.মি. প্রধান লাইন এবং ৩০.০০ কি.মি. লুপ এবং সাইডিং) নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ। • ২টি বড় সেতু এবং ২৫টি ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। • তেজগাঁও, বনানী, টঙ্গী, ধীরাশ্রম স্টেশন ভবন পুনঃনির্মাণ এবং ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন ভবনের উল্লম্ব সম্প্রসারণ। • ১৪টি প্লাটফর্ম নির্মাণ এবং ৪টি প্লাটফর্ম সম্প্রসারণ। • ৯টি প্লাটফর্ম শেড নির্মাণ এবং ৩টি প্লাটফর্ম শেড সম্প্রসারণ। • অ্যাপ্রোচ রোড, ড্রেন, অফিস এবং আবাসিক ভবন, এলসি গেটস, গুমটি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজগুলির নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ। • প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে RoW প্রান্তে এবং স্টেশনগুলিতে রাস্তার আলো সহ সীমানা প্রাচীর/ বেড়া নির্মাণ। প্রাকৃতিক শব্দ বাধা হিসাবে সীমানা প্রাচীরে কার্টেন ক্রিপার লাগানো। • ৭(সাত)টি স্টেশনের টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের সাথে কম্পিউটার ভিত্তিক ইন্টারলকড (সিবিআই সিগন্যালিং সিস্টেম স্থাপন করা এবং CTC এর সাথে ইন্টারফেসিং। • ৩৭ টি লেভেল ক্রসিং গেটে সিগন্যালিং ওয়ার্নিং ব্যবস্থা স্থাপন। **অগ্রগতিঃ** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৪৩.৮৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.১৭%। **ফলাফলঃ** • ঢাকা-টঙ্গী এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে লাইনের সক্ষমতা দ্বিগুণ হবে। • বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান করিডোরসমূহ ঢাকা থেকে আন্তঃনগর, পণ্যবাহী এবং কন্টেইনার ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হবে। • প্রতিদিনের যাত্রীদের জন্য কমিউটার/সিটি ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং এইভাবে ঢাকা ও তার আশেপাশে শহুরে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত হবে। • অপারেশনাল সুবিধা, যাত্রী সুবিধা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হবে। • ট্রেন চলার সময় এবং অপারেশন খরচ কমে যাবে কারণ ট্রেনগুলিকে আর এই বিভাগে ক্রসিং এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। • স্টেশনগুলিতে আরও ভাল মাল্টিমোডাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। • সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
৪	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ। (১ম সংশোধিত)	০১.০৭.২০১৪ হতে ৩০.০৬.২০২৬	মোঃ সেলিম রউফ পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৬৯১০৬২ ই-মেইল: pddhangj@gmail.com	**ভূমিকা:** ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৬৫৮৩৪.৬০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৪০৮৮০.০৯ লক্ষ টাকা। ডিআরজিএ সিএফ: ২৪৯৫৪.৫১ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি করা, সেকশনাল স্পিড বৃদ্ধি করে রানিং টাইম হ্রাস করে যাত্রি সাধারনের জন্য নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করা। **অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ১৮.০৪.২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রকল্পের কার্যক্রম:** ৩০.২৬ কি.মি রেল ট্র্যাক নির্মাণ (মেইন লাইন ২৩.৪১ কি.মি. লুপ লাইন ৬.৮৫ কি.মি.), ০৫ (পাঁচ)টি স্টেশন ভবন নির্মাণ, ১১টি লেভেল ক্রসিং গেট নির্মাণ, ০৫ (পাঁচ) টি ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ, প্রতিটি ৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১০টি প্লাটফর্ম নির্মাণ, ১০টি প্লাটফর্ম শেড নির্মাণ, ২২ (বাইশ) টি মাইনর সেতু নির্মাণ, ২টি ব্রডগেজ ও মিটারগেজ (১+১) ওয়াশপিট নির্মাণ, ১টি ডরমিটরী ও ১টি গেট ম্যান কোয়ার্টার নির্মাণ। **অগ্রগতিঃ** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৪৮.৫০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৮০%। **ফলাফলঃ** নতুন ডুয়েল গেজ ট্রাক নির্মাণের মাধ্যমে রেলওয়ে ট্রাকের উন্নয়ন করা হবে যাতে করে ট্রেন যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে এবং দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। স্টেশন বিল্ডিং ও প্লাটফর্ম নির্মাণের মাধ্যমে যাত্রীসুবিধা বৃদ্ধি পাবে।
৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৪র্থ সংশোধিত)।	০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২৫	শেখ নাইমুল হক পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১৭০৭৭৪১৪ ই-মেইল: naimul27br@gmail.com	**ভূমিকা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ৩৪৬ টি লেভেল ক্রসিং গেইটে ৭৬৬ জন গেইট কিপার নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় মান উন্নয়ন কাজ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৪৪৭৫.৪৪ লক্ষ টাকা। জিওবি: : ১৪৪৭৫.৪৪ লক্ষ টাকা। পিএল: ০.০০ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** ১. বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ২. ট্রেনের ভ্রমণসময় হ্রাসপূর্বক সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা। ৩. হাইওয়ে লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহে সিগন্যালিং ব্যবস্থা স্থাপন। ৪. রেল ও সড়ক উভয় ধরনের ট্রাফিকের নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিতকরণ। ৫. রেল লাইন ও সড়কপথে যানবাহন চলাচলের সময় দূর্ঘটনা রোধপূর্বক জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				অনুমোদন: প্রকল্পটি গত ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রকল্পের কার্যক্রম:** 1. Recruitment of 1038 Nos Temporary Gatekeeper. 2. Construction of Gumty, Road surface Gate Barrier & allied P-way works for 99 Nos. Level Crossing Getes under DEN/1/CTG. 3. Construction of Gumty, Road Surface Gate Barrier & allied P-Way works for 99 Nos. Level Crossing getes under DEN/1/DA. 4. Construction of Gumty Road Surface Gate Barrier & allied P-way works for 99 Nos. Level Crossing getes under DEN/2/DA. 5. Supply, Laying, Installation of Signalling system Commissioning and testing etc. **অগ্রগতিঃ** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১০০.০০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৯৭%। **ফলাফল:** বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ৩৪৬ টি লেভেল ক্রসিং গেইটে ৭৬৬ জন গেইট কিপার নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় মান উন্নয়ন কাজ।
৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)।	০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২৫	বীরবল মন্ডল পদবীঃ নির্বাহী প্রকৌশলী/পিএন্ডডি, রাজশাহী। ফোন: ০১৭১১৬৯২৮৭০ ই-মেইল: xenpndw@railway.gov.bd	**ভূমিকাঃ** প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ৩২৬ টি লেভেল ক্রসিং গেইটে ৮৫১ জন গেট কিপার নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় মান উন্নয়ন কাজ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৩০৯৫.৮০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১৩০৯৫.৮০ লক্ষ টাকা। পিএল: ০.০০ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** ১. বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ৩২৬ টি লেভেল ক্রসিং গেইটকিপার নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় মানোন্নয়ন। ২. ট্রেনের ভ্রমণসময় হ্রাসপূর্বক সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা। ৩. হাইওয়ে লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহে সিগন্যালিং ব্যবস্থা স্থাপন। ৪. রেল ও সড়ক উভয় ধরনের ট্রাফিকের নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিতকরণ। ৫. রেল লাইন ও সড়কপথে যানবাহন চলাচলের সময় দূর্ঘটনা রোধপূর্বক জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রকল্পের অনুমোদনঃ প্রকল্পটি গত ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ০১ জুলাই, ২০১৫ ইং তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ ইং পর্যন্ত (অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী)। ০১ জুলাই, ২০১৫ ইং তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২১ ইং পর্যন্ত (অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)। ০১ জুলাই, ২০১৫ ইং তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ ইং পর্যন্ত (অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)। ০১ জুলাই, ২০১৫ ইং তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ ইং পর্যন্ত (অনুমোদিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)। **প্রধান কার্যক্রম:** আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ৮৫১ জন গেইট কিপার নিয়োগ; **অগ্রগতিঃ** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১০০.০০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.২৬%। **ফলাফল:** ■ বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যমান ২৭৩টি লেভেল ক্রসিং গেটের গেট ম্যান সহ যথাযথ মান উন্নয়ন। ■ ৫৩টি অনুমোদিত লেভেল ক্রসিং গেইট অনুমোদিত গেইটে রুপান্তরিত করা। ■ দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সিগ্যনালিং ব্যবস্থা সম্বলিত লেভেল ক্রসিং গেট নির্মাণ। ■ লেভেল ক্রসিং গেট সমূহের যথাযথ মান উন্নয়ন ও লোকবল সরবরাহ মাধ্যমে রেল ও সড়ক পথ ব্যবহারকারী যাত্রী সাধারনের নিরাপত্তা প্রদান করা।
৭	পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	০১.০১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৬	নাজনীন আরা কেয়া পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭৭০৭৯৯৮৯৯ ই-মেইল: pd@pbrlp.gov.bd	**ভূমিকা:** পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকা হতে যশোর পর্যন্ত ১৭২কিঃমিঃ ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্ত:দেশীয় রেল যোগাযোগ উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেল নেটওয়ার্ক ঢাকা হতে পদ্মা সেতু হয়ে নতুন ৪টি জেলা যথা মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলা অতিক্রম করে যশোরের সাথে সংযোজিত হবে। রাজধানী ঢাকার সাথে খুলনা ও যশোরের স্বল্প দূরত্বের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৩৮৬২৪৯০.৮৩ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১৭৬৬৮৮০.৪২ লক্ষ টাকা। পিএল: ২০৯৫৬১০.৪১ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** (১) পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন। (২) ঢাকা-যশোর করিডোরে অপারেশনাল সুবিধাদির উন্নয়নসহ সংক্ষিপ্ত রুটে বিকল্প রেল যোগাযোগ স্থাপন। (৩) বাংলাদেশের মধ্যে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আরেকটি উপ-রুট স্থাপন। (৪) মুন্সিগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলা নতুন করে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্তকরণ। (৫) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফ্রেইট ও ব্রড গেজ কন্টেইনার ট্রেনসমূহ চালুকরণ। (৬) সম্পদের সদ্ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপারেশনাল দক্ষতা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। (৭) যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন এবং যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি। (৮) ভবিষ্যতে উক্ত রুটে ডাবল লাইন নির্মাণ এবং বরিশাল ও পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরকে এই রুটের সাথে সংযুক্তির

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				সুযোগ সৃষ্টি। (৯) গণ-পরিবহণ সুবিধা প্রবর্তনের মাধ্যমে আঞ্চলিক সমতা আনায়ন ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** ০৩.০৫.২০১৬ তারিখে প্রকল্পের মূল ডিপিপি ;২২.০৫.২০১৮ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক এবং ২৫.০৯.২০২৪ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় কর্তৃক ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** ▪ মেইন লাইন ১৭২.৯৭৫ কিঃমিঃ, লুপ ও সাইডিং ৬৩.৩১ কিঃমিঃ সহ মোট ২৩৬.২৮ কিঃমিঃ রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ| ▪ ২৩.৩৭৭ কিঃমিঃ ভায়াডাক্ট, ১.৯৮ কিঃমিঃ র‍্যাম্পস, ৬০টি মেজর ব্রীজ, ২৭২টি মাইনর ব্রীজ (কালভার্ট/আন্ডারপাস), ২৩টি লেভেল ক্রসিং নির্মাণ। ▪ ১৪টি নতুন স্টেশন নির্মাণ এবং ৬টি বিদ্যমান স্টেশনের পুন:নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ। ▪ ১৯টি স্টেশনে টেলিযোগাযোগসহ CBI সিস্টেম সিগন্যালিং ব্যবস্থা স্থাপন; ▪ ১০০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ; ▪ ২৪২৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ। **অগ্রগতিঃ** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৯৭.৬৫ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.০৪%। **ফলাফল:** ১) পদ্মা বহুমুখী সেতু হয়ে ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ৯টি জেলার সাথে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে তন্মধ্যে নতুন ৪টি জেলা যথা: মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে। ২) ঢাকা হতে যশোরের বর্তমান রেলপথের দূরত্ব ৩৫৬.৪০ কি:মি:। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকা হতে যশোরের রূপদিয়া পর্যন্ত ১৬৫.৫৩ রেলপথ নির্মাণ করার ফলে বর্তমান দূরত্ব ১৭৪.৩০ কি:মি। সুতরাং পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা হতে যশোরের দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে ১৮২.১০ কি:মি। রেলপথে ঢাকা হতে টাঙ্গাইল- যমুনা বহুমুখী সেতু -ঈশ্বরদী-পোড়াদহ-দর্শনা হয়ে যশোরে ভ্রমণ সময় ৮ ঘন্টা। পদ্মা সেতু হয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হলে যশোর যেতে আনুমানিক ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট (স্টপেজ বিবেচনা করে) ভ্রমন সময় প্রয়োজন হবে। সার্বিকভাবে ভ্রমন সময় হ্রাস পাবে আনুমানিক ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট। ৩) ঢাকা হতে খুলনার বর্তমান রেলপথের দূরত্ব ৪১২.৪০ কি:মি:। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকা হতে সিঙ্গিয়া পর্যন্ত ১৫৮.১০ রেলপথ নির্মাণ করার ফলে ঢাকা হতে খুলনার বর্তমান দূরত্ব ১৯৮.৯০ কি:মি। সুতরাং পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা হতে খুলনার দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে ২১৩.৫০ কি:মি। রেলপথে ঢাকা হতে টাঙ্গাইল- যমুনা বহুমুখী সেতু -ঈশ্বরদী-পোড়াদহ-দর্শনা হয়ে খুলনার ভ্রমন সময় ৯ ঘন্টা। পদ্মা সেতু হয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হলে খুলনা যেতে

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				আনুমানিক ২ ঘন্টা ৫১ মিনিট (স্টপেজ বিবেচনা করে)) ভ্রমণ সময় প্রয়োজন হবে। সার্বিকভাবে ভ্রমণ সময় হ্রাস পাবে আনুমানিক ৬ ঘন্টা ১০ মিনিট। ৪) পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা-পদ্মা সেতু- যশোর-বেনাপোল এবং ঢাকা-পদ্মা সেতু- খুলনা-মংলা পর্যন্ত আরেকটি উপ-রুট স্থাপিত হবে। ফলে এ রুটে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফ্রেইট ও ব্রডগেজ কন্টেনার ট্রেনসুমূহ কম সময়ে চলাচল করতে পারবে। ফলে , মালামাল পরিবহন ব্যয় হ্রাস পাবে ও জ্বালানী খরচও কমে যাবে।
৮	যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	০১.০৭.২০১৬ হতে ৩১.১২.২০২৫	আল ফাত্তাহ মোঃ মাসউদুর রহমান প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫০৬১০৫ ই-মেইল: masudurrahmanbr413@gmail.com	**ভূমিকা:** যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৬৭৮০৯৫.৬৩ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৪৬৩১৭৫.৮৪ লক্ষ টাকা। পিএল: ১২১৪৯১৯.৭৯ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** উক্ত প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে। ফলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে যা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। **প্রকল্পের অনুমোদন:** প্রকল্পটি জাইকা অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৬.১২.২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৭৩৪০৭,০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১.০৭.২০১৬ হতে ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি গত ০৩.০৩.২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৭৮০৯৫.৬৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১.০৭.২০১৬ হতে ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত। **প্রকল্পের কার্যক্রম:** প্রকল্পের ব্যয় ১৬,৭৮০.৯৫৬৩ কোটি টাকা [এর মধ্যে জিওবি ৪,৬৩১.৭৫৮৪ কোটি টাকা (২৭.৬০%) এবং জাইকার প্রকল্প সাহায্য ১২,১৪৯.১৯৭৯ কোটি টাকা (৭২.৪০%]। ব্রডগেজ ট্রেন প্রতি ঘন্টায় ১২০ কিঃ মিঃ ও মিটারগেজ ট্রেন প্রতি ঘন্টায় ১০০ কিঃ মিঃ গতিতে চলাচল করতে পারবে। ট্রেনের রানিং টাইম ও পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে। বর্তমানের ৩৮ টি ট্রেনের স্থলে ৮৮টি ট্রেন চলাচল করতে পারবে এবং কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হবে। ফলে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে। ট্র্যাক, সিগনালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নতি সাধিত হবে। ফলে অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। **প্রধান কার্যক্রম:** * বিদ্যমান যমুনা সেতুর সমান্তরালে ডুয়েলগেজ ডাবল ট্র্যাকসহ প্রায় ৪.৮০ কি :মি :দীর্ঘ রেলওয়ে সেতু নির্মাণ। * সেতুর উভয় প্রান্তে ০.০৫ কি:মি :ভায়াডাক্ট, ৭.৬৬৭ কি :মি :রেলওয়ে এপ্রোচ এমব্যাংকমেন্ট এবং লুপ ও সাইডিংসহ মোট ৩০.৭৩ কি :মি :রেললাইন নির্মাণ।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				* সেতু পূর্ব এবং সেতু পশ্চিম স্টেশন ভবন আধুনিকীকরণসহ ইয়ার্ড রিমডেলিং। * সেতু পূর্ব এবং সেতু পশ্চিম স্টেশনের সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মডিফিকেশন। * রেলওয়ে ব্রিজ মিউজিয়াম নির্মাণ। * সেতু রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস ও আবাসন নির্মাণ। * নদী শাসন কাজের মেরামত/পুন:নির্মাণ। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৯৯.২৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮১.৯২%। মূল স্ট্রাকচারের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। **ফলাফল:** গত ১৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল উদ্বোধন হয়েছে।
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)।	০১.০৭.২০১৭ হতে ৩০.০৬.২০২৬	ফকির মোঃ মহিউদ্দীন জিএম (প্রকল্প) ও প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫০৬৯৪৪ ই-মেইল: pdedcf@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ২১৫৭৬৮.৩৬ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৫৪৭৯৩.৪৫ লক্ষ টাকা। পিএল: ১৬০৯৭৪.৯১ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** ক) ২০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ। খ) ১৮২টি এমজি ক্যারেজ সংগ্রহ। **অনুমোদন:** প্রকল্পের মূল ডিপিপি ২৬.১২.২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৮.০৩.২০২৪ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি (১ম সংশোধনী) অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মোট ব্যয়: ২১৫৭.৬৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের অর্থায়ন: ইডিসিএফ (কোরিয়া)। পিএল: ১৬০৯.৭৫ কোটি টাকা। জিওবি: ৫৪৭.৯৩ কোটি টাকা (এফই): ২২৬.৫০ কোটি টাকা। **প্রকল্পের কার্যক্রম:** ক) ২০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ। খ) ১৮২টি এমজি ক্যারেজ সংগ্রহ। **অগ্রগতি:** ক) ২০টি লোকোমোটিভ সংগৃহিত হয়েছে। খ) ১৪৭টি ক্যারেজ ইতিমধ্যে সংগৃহিত হয়েছে। ৩৫টি ক্যারেজের মধ্যে ১৫টি ক্যারেজ জুন ২০২৫ পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি ক্যারেজ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				অগ্রগতি: বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৯৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৩০%। **ফলাফল:** লোকোমোটিভের ফেইলিউর কমবে এবং ক্যারেজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি যাত্রি নিরাপত্তা ও রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প কর্তৃক সংগৃহীত ক্যারেজ দ্বারা রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে ০৬ টি নতুন রেকে ট্রেন চলাচল করছে।
১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের ‘‘পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর’’ প্রকল্প ।	০১.০১.২০১৮ থেকে ৩১.১২.২০২৫	মোঃ আহসান জাবির প্রকল্প পরিচালক ও অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী/ ট্র্যাক (পশ্চিম) ফোন: ০১৭১১৬৯১৫৭৩ ই-মেইল: addlcetw@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক রেল করিডোরগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল রোহনপুর-সিঙ্গাবাদ ব্রডগেজ রেলপথ এবং অন্যটি হল রাধিকাপুর-বিরল ব্রডগেজ রেলপথ সংযোগ। উভয় রেল সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে নেপাল ও ভুটানের সাথে রেলপথে ট্রানজিট স্থাপন করতে সক্ষম হবে। তাই, পার্বতীপুর-কাউনিয়া মিটারগেজ (এমজি) সেকশনকে ডুয়েলগেজ (ডিজি) সেকশনে রূপান্তর করা হলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের সুযোগ তৈরি হবে। ট্রান্স-বর্ডার রেলওয়ে ট্রাফিক পরিচালনার পাশাপাশি, বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিদ্যমান মিটারগেজ (এমজি) সেকশনকে ডুয়েলগেজে (ডিজি) রূপান্তর করাও প্রয়োজন। পার্বতীপুর-কাউনিয়া মেইন লাইনটি বিভাগীয় সদর দপ্তর রংপুরকে সংযুক্ত করে। সেকশনটি সর্বশেষ পুনর্বাসন করা হয়েছিল ১৯৮৭ হতে ১৯৯২ সালের মধ্যে CIDA সাহায্যপুষ্ঠ "বাংলাদেশ রেলওয়ের এমজি সেকশন পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে। পুরো সেকশনটি নতুন ৭৫ পাউন্ড ‘এ’ রেল এবং ইলাস্টিক স্পাইক সহ কাঠের স্লিপার দিয়ে নবায়ন করা হয়েছিল। কাঠের স্লিপারের আয়ুষ্কাল ১২ বছর শেষ হওয়ার পর সেকশনে অকেজো স্লিপারের হার দিন দিন বাড়তে থাকার ফলে নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার জন্য গতি নিয়ন্ত্রন আরোপ করতে হয়। ফলে ট্রেন পরিচালনার সময় বেড়ে যাওয়ায় যাত্রী ভোগান্তি বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এই সেকশনটি স্টীল স্লিপার দ্বারা নবায়ন করা হয়। এছাড়া এই অংশে অবস্থিত স্টেশন ভবনগুলো অপর্যাপ্ত যাত্রী সুবিধাসহ জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে।বর্তমানে, এই সেকশনে পরিচালিত আন্তঃনগর (IC) ট্রেনগুলি খুবই জনপ্রিয়। আন্তঃনগর ট্রেনের চাহিদা বেশি, বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে এবং প্রায় ৫৮% যাত্রী আন্তঃনগর ট্রেনে যাতায়াত করে এবং যাত্রী সেবা আয়ের ৭৫% এরও বেশি আন্তঃনগর ট্রেনের মাধ্যমে হয়। কাউনিয়া-পার্বতীপুর সেকশনের মধ্যে লাইনের ধারণক্ষমতার অপ্রতুলতার কারণে পণ্য পরিবহনের পরিষেবার চাহিদাও পুরোপুরি মেটানো যাচ্ছে না। এই অপারেশনাল সীমাবদ্ধতাগুলি মোকাবেলা করার জন্য, পার্বতীপুর-কাউনিয়ার মধ্যে বিদ্যমান মিটারগেজ রেলওয়ে ট্র্যাক কে (মেইন লাইন ৫৭ কি:মি: এবং লুপ লাইন ৯.৮৫, মোট ৬৬.৮৫ কি:মি:) ডুয়েলগেজ (ডিজি) ট্র্যাকে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন যাতে মিটারগেজ এবং ব্রডগেজ উভয় ট্রেনই পরিচালনা করা যায়। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে কাউনিয়া-পার্বতীপুর সেকশনের সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির পাশাপাশি সামগ্রিক পরিবহন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে। এসবই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ করে আন্তঃসীমান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসারে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৬৮৩২১.২০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৩১৫৯৭.২১ লক্ষ টাকা। পিএল: ১৩৬৭২৩.৯৯ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল পার্বতীপুর-কাউনিয়া সেকশনে বিদ্যমান ৫৭ কি:মি: মেইন ও ৯.৮৫ কি:মি: লুপ মিটারগেজ লাইন কে ডুয়েলগেজে রুপান্তর করা।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				• বিরল সীমান্ত দিয়ে আন্তঃসীমান্ত ট্রেন চলাচলের সুযোগ তৈরি এবং এইভাবে আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করা। • এমজি ট্র্যাককে ডিজি ট্র্যাকে রূপান্তর করে ট্রেনের গতি বাড়িয়ে ভ্রমণের সময়কে যথেষ্ট হ্রাস করা। • জ্বালানিবাহী ব্রডগেজ ট্রেন খুলনা হতে সরাসরি রংপুর বিভাগে চলাচল করা তথা রংপুর বিভাগের সাথে আশেপাশের বিভাগের (রাজশাহী ও খুলনা) সাথে সংযোগ স্থাপন। • প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে নিরাপদ, আরামদায়ক এবং সময়ানুবর্তী ট্রেন চালানো নিশ্চিত করা। • বিশদ নকশা এবং দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা। **প্রকল্পের অনুমোদন:** প্রকল্পটির ডিপিপি একনেক কর্তৃক ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** ফিজিবিলিটি স্টাডি আপগ্রেডেসন ও ডিজাইন, ৫৭ কিঃ মিঃ মেইন লাইন ডুয়েলগেজে রুপান্তর, ৯.৮৫ কিঃ কিঃ লুপ লাইন ডুয়েলগেজে রুপান্তর, ৭টি নতুন স্টেশন নির্মাণ, ৪৭ টি ব্রীজ নির্মাণ (গার্ডার ব্রীজ-১৪ টি ও বক্স কালভার্ট-৩৩টি), ৭টি প্লাটফরম নির্মাণ, ৪টি প্লাটফরম সেড নির্মাণ এবং ৬টি স্টেশনে সিবিআই সিগন্যালিং কাজ। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১.২২ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ১.০৮ %। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির পরামর্শক সেবা কার্যক্রম অবসান করে অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **ফলাফল:** (১) গতি নিয়ন্ত্রন প্রত্যাহার এবং ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। (২) রেলওয়ে সস্তা এবং পরিবেশ বান্ধব পরিবহন মাধ্যম। এতে পণ্য পরিবহন খরচ কমবে এবং ভোক্তাদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে দেশের বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের সাথে বিরামহীন সংযোগ হবে। (৪) মিটারগেজ এবং ব্রডগেজ উভয় ট্রেনের নিরাপদ, দ্রুত এবং আরামদায়ক ভ্রমন নিশ্চিত হবে। (৫) যাত্রী ও মালবাহী ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
১১	মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ ।	০১.০৫.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫	মোঃ আসাদুল হক যুগ্ম মহাপরিচালক (প্রকৌশল) বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলভবন, ঢাকা। ফোন: ০১৭১১৫০৬১২০ ই-মেইল: jdge@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১২০২৪৯.৩৫ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১২০২৪৯.৩৫ লক্ষ টাকা। পিএল: ০০.০ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • মাগুড়া জেলাকে বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের (১৯.০০ কি.মি. মেইন লাইন এবং ৪.৯০ কি.মি. লুপ লাইন) সাথে সংযুক্ত করণ।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				• রেলপেথের মাধ্যমে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করণ। • দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে বাস্তবায়নাধীন পদ্মাসেতুর মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সাথে রেল সংযোগ স্থাপন। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক ২৯-০৫-২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয় । **প্রধান কার্যক্রম:** ➢ মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ১৯.৯০ কিঃ মিঃ মেইন লাইন নির্মাণ। ➢ কামারখালী ও মাগুরা স্টেশন ইয়ার্ডে ৪.৯ কিঃ মিঃ লুপ লাইন নির্মাণ। ➢ ২ টি নতুন স্টেশন নির্মাণ (কামারখালী ও মাগুরা)। ➢ ১টি আন্ডারপাস (স্প্যান ২ × ৩০মিঃ) নির্মাণ । ➢ লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ-২০ টি । ➢ ২ টি মেজর সেতু [চন্দনা সেতু = ৯০ মিঃ (৩ × ৩০), গড়াই সেতু = ৫৪৯ মিঃ (৬ × ৯১.৫)] এবং ১৬৮০ মিঃ ভায়াডাক্ট নির্মাণ। ➢ ২৭টি মাইনর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ। ➢ সিগন্যালিং কাজ এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজ। **অগ্রগতি:** • প্যাকেজ ডাব্লিউডি-১ (ট্র্যাক নির্মাণ) এর বিপরীতে ৩০৮২.০০ মেট্রিক টন রেল সরবরাহ করা হয়েছে, এমব্যাংকমেন্ট, R C C Box Culvert, PSC Sleeper সরবরাহ, Ballast সরবরাহসহ স্টেশন ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। মাগুরা স্টেশন বিল্ডিং, কামারখালী স্টেশনের পাইলিং এবং মধুখালী স্টেশনের ডরমেটরী এর কাজ চলমান। ১৭টি মাইনর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • প্যাকেজ ডাব্লিউডি-২ (সেতু নির্মাণ) এর নদী শাসনের কাজ চলমান। গড়াই সেতুর পিয়ার ক্যাপ এর কাজ চলমান। কামারখালী ও মাগুরা প্রান্তে ভায়াডাক্ট এর গার্ডার, স্লাব ঢালাই চলমান। চন্দনা সেতুর সকল পাইল ও পিয়ার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে । • বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৫৮.২৯ %এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৯৬%। **ফলাফল:** ■ মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রড গেজ রেলপথ নির্মাণ (দৈর্ঘ ২৩.৯০ কি.মি.লাইন)। ■ নির্মাণ স্থাপন ও অন্যান্য কাজ। ■২০টি সেতু নির্মাণ (মেজর ব্রিজ ২টি--১০০মিটার, ৬৫০ মিটার মাইনর ব্রিজ ও কালভার্ট -১৮টি)। ■ সিগন্যালিং কাজ। ■ইলেকট্রিকাল কাজ।
১২	“খুলনা-দর্শনা জংশন সেকশনে সিগন্যালিংসহ ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ” প্রকল্প।	০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫	মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী প্রধান প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ), “খুলনা-দর্শনা জংশন সেকশনে	**ভূমিকাঃ** বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪৪৩৮ কি.মি. রেলওয়ে ট্র্যাকের মাধ্যমে ৩০৯৩.৫০ কি.মি. রুটে যাত্রী ও পন্য পরিবহনে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। রেলওয়ে পরিসেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাষ্টার প্ল্যানের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ করিডোরকে ডাবল লাইন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে খুলনা হতে দর্শনা পর্যন্ত ১২৬ কি.মি. বিদ্যমান রেললাইনের পাশে নতুন আরও একটি লাইন নির্মিত হবে।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
			সিগন্যালিংসহ ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ” প্রকল্প। ফোন: ০১৭১১৬৯২৯৪২ ই-মেইল: firoziengr@gmail.com	**অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৩৫০৬৭৫.৪৮ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৮১৬৮২.৬৯ লক্ষ টাকা। পিএল: ২৬৮৯৯২.৭৯ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** ➢ ঢাকা - খুলনা এবং খুলনা-চিলাহাটি করিডরে রেল চলাচল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১২৬.২৫ কি.মি. রেলপথ নির্মাণ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ➢ নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব রেল পরিবহন সেবা নিশ্চিতকরণ। ➢ বর্তমানে মালামাল পরিবহনে ভারবহন সীমাবদ্ধতা (Load Restricition) দূর করে আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক মালামাল পরিবহনের জন্য ব্রড গেজ কন্টেইনার চালু করা। ➢ রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ০৮.০৫.২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** ১. ১১০ একর জমি অধিগ্রহণ; ২. ১২৬.২৫ কি: মি: মেইন লাইন, ৩. ১৪.৪০ কি: মি: লূপ লাইন নির্মান;৪. ৭টি স্টেশন পুনঃ নির্মাণ, ৫. ৯টি স্টেশন পুনর্বাসন; ৬.৪টি গার্ডার ব্রীজ;৭.আরসিসি বক্স কালভার্ট;৮.প্লাটফরম ২৫টি, ৯.পুনর্বাসন ১২টি;১০.ফুট ওভার ব্রীজ ১৭টি; ১১.সিবিআই সিগন্যালিং ১৮টি স্টেশন,ইত্যাদি। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৫.২০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.৫৪%। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির পরামর্শক সেবা কার্যক্রম অবসান করে অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **ফলাফলঃ** এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দক্ষিণাঞ্চলে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা ,যশোর ,চুয়াডাঙ্গা ,ঝিনাইদহ এই চার জেলায় মানুষজন খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইনে উন্নীত করার ফলে কম সময়ে ও সাশ্রয়ী রেল সুবিধার আওতায় আসবে। এছাড়া এ রেলপথের সাথে মংলা বন্দরের সংযোগ থাকাতে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পায়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ডাবল লাইন রেলপথটি রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তঃদেশীয় বানিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত নেপাল ও ভূটান মংলা বন্দর ব্যবহার করে আমদানি রপ্তানী বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।
১৩	বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন	০১.০৭.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২৬	মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ) ‘‘বগুড়া হতে শহীদ এম.	**ভূমিকাঃ** বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪৪৩৮ কি.মি. রেলওয়ে ট্র্যাকের মাধ্যমে ৩০৯৩.৫০ কি.মি. রুটে যাত্রী ও পন্য পরিবহনে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। রেলওয়ে পরিসেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাষ্টার প্ল্যানের অধীনে মিসিং লিংকসমূহে নতুন রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ রেল নেটওয়ার্ক প্রবর্তনের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বগুড়া হতে যমুনা রেল সেতু পর্যন্ত

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
	ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ।		মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ" প্রকল্প। ফোন: ০১৭১১৬৯২৯৪২ ই-মেইল: pdbsrlp@railway.gov.bd	৮৬ কি.মি. নতুন রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব রেলপথে ১১২ কি.মি. কমে যাবে। যা প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ভ্রমণ সময় সাশ্রয় করবে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৫৫৭৯৭০.১৫ লক্ষ টাকা। জিওবি: ২৪৩৩১০.৩৪ লক্ষ টাকা। পিএল: ৩১৪৬৫৯.৮১ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** ● রাজধানী ঢাকার সাথে রেলপথে দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের দ্রুত এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে "বগুড়া হতে শহীদ এম. মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়। বর্নিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে রেলপথে ঢাকার সাথে বগুড়ার প্রায় ১১২ কি.মি দুরত্ব এবং ৩ ঘন্টা ভ্রমণ সময় হ্রাস পাবে। ● নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব রেল পরিবহন সেবা নিশ্চিতকরণ। ● উন্নত যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ। ● রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ৩০.১০.২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **কর্মপরিধিঃ** ০১. এমব্যাংকমেন্টসহ ডুয়েলগেজ মেইন লাইনঃ ৮৫.০৬ কি:মি: এবং লুপস এন্ড ইয়ার্ডঃ ৩৭.৪৯ কি:মি নির্মাণ। ০২. ২টি গুরুত্বপূর্ণ সেতু (করতোয়া ও ইছামতি নদীতে) নির্মাণ। ০৩. ছোট-বড় মাইনর ব্রীজ সর্বমোটঃ ২৫টি, আরসিসি বক্স কালভার্ট সর্বমোটঃ ৯১টি, রোড ওভার পাসঃ ১টি, রেল ফ্লাইওভার ১টি এবং রোড আন্ডার পাসঃ ১টি নির্মাণ। ০৪. নতুন ৮টি স্টেশন (সিরাজগঞ্জ জংশন, কৃষ্ণদিয়া, রায়গঞ্জ, চান্দাইকোনা, ছোনকা, শেরপুর, আরিয়া বাজার এবং রাণীরহাট) নির্মাণ। ০৫. কাহালু স্টেশন পুনঃনির্মাণ এবং শহীদ এম. মনসুর আলী স্টেশনের সম্প্রসারণ। ০৬. বিভিন্ন ক্যাটাগরির লেভেল ক্রসিং গেট নির্মাণ মোটঃ ১০৬টি। ০৭. ১১টি স্টেশনে কম্পিউটার বেইজড সিগন্যালিং সিস্টেম স্থাপন, ইত্যাদি। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ২৪.৫০ %এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৮৯%। প্রকল্পটির বিকল্প অর্থায়নের জন্য দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। **ফলাফলঃ** এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকার সাথে বগুড়ার রেল যোগাযোগে দুরত্ব ও সময় দুটোই হ্রাস পাবে। দ্রুত ও সাশ্রয়ী রেল যোগাযোগের জন্য উত্তরবঙ্গবাসীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এবং উত্তরবঙ্গে আরও ব্যাপক রেল সেবা নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
১৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প।	০১.০১.২০১৯ হতে ৩১.১২.২০২৫	মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫ ই-মেইল: pdjidlp@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগে গতি বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিতের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৪২৫০৬১.৩৯ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৫৪৯৩৮৫.৬০ লক্ষ টাকা। পিএল: ৮৭৫৬৭৫.৭৯ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • নতুন নির্মিত রেল লাইনে অধিক গতি সম্পন্ন যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন (১২০ কিঃমিঃ/ঘন্টা গতি সম্পন্ন যাত্রীবহী ব্রড গেজ ট্রেন ও ১০০ কিঃমিঃ/ঘন্টা গতি সম্পন্ন মিটার গেজ ট্রেন এবং ৮০ কিঃমিঃ/ঘন্টা গতি সম্পন্ন মালবাহী ট্রেন) পরিচালনা করা যাবে। • বিদ্যমান রেল লাইনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রতিদিন ২৮টি ট্রেনের স্থলে ৭৪টি পরিচালনা করা । • যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনের পরিচালন সময় যথাক্রমে ৩০% ও ২০% হ্রাস করা। সর্বোপরি ঢাকার সাথে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের চলাচলকারী আন্তঃনগর ট্রেনের ভ্রমন সময় হ্রাস করা। • নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও নিয়মানুবর্তি রেল পরিবহন সেবা নিশ্চিতকরণ। • বর্তমানে মালামাল পরিবহনে ভারবহন সীমাবদ্ধতা (Load Restriction) দূর করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মালামাল পরিবহনের জন্য ব্রড গেজ কন্টেইনার চালু করা। • উন্নত যাত্রী সেবা নিশ্চতকরণ। রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে আর্থ-সামজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ০৪.১১.২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** • রেলপথ নির্মাণ: ১৬২.০২৩ কিঃমিঃ ডুয়েল গেজ মেইন লাইন, ২৪.৯৯ কিঃমিঃ লুপ ও সাইডিং লাইন নির্মাণ ও ১১.২৮১ কিঃমিঃ বিদ্যমান রেলপথ পুনঃ নির্মাণ • সেতুঃ ৬৬ টি মেজর ও ১৩৮ টি মাইনর ব্রীজ নির্মাণ • স্টেশনঃ ১ টি নতুন নির্মাণ, ৭ টি পুনঃনির্মাণ, ১৪ টি সংস্কার, ২১ টির সুবিধা বৃদ্ধিকরণ। • ৩ টি রোড ওভার ব্রীজ নির্মাণ • ১৬ টি স্টেশনের সিগনালিং ও টেলিকমুনিকেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন • রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৭.৫০ %এবং আর্থিক অগ্রগতি ২.৭৮ %। **ফলাফল:** জয়দেবপুর - ঈশ্বরদী সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণের মাধ্যমে লাইন, লোড ক্যাপাসিটি ও অপারেশনাল ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি করে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ট্রেনযাত্রা নিশ্চিত করা।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
১৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের নারায়নগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন নির্মাণ সহ) প্রবর্তনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন (২য় সংশোধিত)।	০১.১১.২০২১ হতে ৩০.০৯.২০২৫	মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী। ফোন: ০১৭১১৫০৬১২৬ ই-মেইল: pdetnc@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশন (৩৪৮.১৬ কিঃমিঃ) বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন অংশ। বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে রাজধানী ঢাকার সাথে যাত্রী ও পন্য পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ। এছাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় প্রচুর যাত্রী রেলপথে দৈনিক যাতায়াত করে। উল্লেখিত রেলপথ বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আহরনকারি অংশ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০% এ অঞ্চলে বসবাস করে এবং মোট আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৯০% এ অংশ দিয়ে হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত অংশে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন প্রবর্তিত হলে, রেলওয়ের পরিচালন ব্যায় হ্রাস পাবে, গতি বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে ও পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে। তাই, বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত অংশে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন প্রবর্তন জরুরি। এ প্রেক্ষিতে "বাংলাদেশ রেলওয়ের নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন নির্মান সহ) প্রবর্তনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়, যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.০৬৮৪ (বৈঃমুঃ ৬.৪৭০২) কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। পরবর্তিতে সার্বিক মূল্যায়ন শেষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান TUMAS Turkish Engineering Consulting & Contracting Company, TUMAS Building-TUNUS CAD. No:4306680, Kavaklidere- Ankara এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ০২ আগষ্ট, ২০২৩ খ্রিঃ কাজ শুরু করে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৬০৮.৫১ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১৬০৮.৫১ লক্ষ টাকা। পিএল: ০০.০ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম এবং টংগী হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত বিদ্যমান রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালণার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ নকশা প্রণয়ন। **প্রকল্পের অনুমোদন:** প্রকল্পটি ২১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিঃ পরিকল্পণা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত, মেয়াদকাল ১ নভেম্বর, ২০২১ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে (২য় সংশোধিত) গত ২৭.০৫.২০২৫ তারিখে মাননীয় উপদেষ্টা,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদ ১ নভেম্বর,২০২১ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** (ক) নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম এবং টংগী হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত বিদ্যমান রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা। (খ) নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম এবং টংগী হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত বিদ্যমান রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনার আর্থিক ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উপযোগিতা যাচাই। (গ) নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম এবং টংগী হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত বিদ্যমান রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ ড্রইং ও ডিজাইন প্রণয়ন। (ঘ) নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম এবং টংগী হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত বিদ্যমান রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনার

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রকল্পের জন্য প্রাক্কলন, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও ডিপিপি প্রণয়ন এবং ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৯৫.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৫০ %। **ফলাফলঃ** সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন শেষে লাভজনক বিবেচিত হলে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।
১৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ ব্রডগেজ (বিজি) প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ।	০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৬	মোঃ জয়দুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৬৯২৮৯৩ ই-মেইল: pd200bgpcp@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যাসেঞ্জার কোচের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও যাত্রী সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৭০৪৩৩.৬৮ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৩৭৩১৩.৯৩ লক্ষ টাকা। পিএল: ১৩৩১১৯.৭৫ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** ১. যাত্রী সাধারনের আধুনিক সুবিধা সম্বলিত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক ট্রেন সেবা প্রদান; ২. যাত্রীবাহী গাড়ীর প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা, ৩. যাত্রী সাধারণের বাড়তি চাহিদাপূরণকল্পে নতুন নতুন রুটে নতুন ট্রেন পরিচালনা করা, ৪. পুরাতন ও মেয়াদোত্তীর্ণ যাত্রীবাহী গাড়ী প্রতিস্থাপন; ও ৫. সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা। **চুক্তি স্বাক্ষর:** ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (ইআইবি) এর অর্থায়নে ২০০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহের নিমিত্ত গত ২০.০৫.২০২৪ খ্রি. তারিখে (চুক্তি সংশোধনের তারিখ ১৪.০৭.২০২৪) একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ (চুক্তির শর্তানুযায়ী) আগামী ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ২২.০৩.২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** ২০০ টি ব্রডগেজ ক্যারেজ ও এর ক্যাপিটাল স্পেয়ার্স সংগ্রহ এবং পাশাপাশি ট্রেনিং নিশ্চিত করা। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ২০.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২০.৫১ %। **ফলাফল:** যাত্রী সাধারনের আধুনিক সুবিধা সম্বলিত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক ট্রেন সেবা প্রদান করে যাত্রী সাধারণের বাড়তি চাহিদাপূরণকল্পে নতুন নতুন রুটে নতুন ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
১৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৫০টি বিজি এবং ৫০টি এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন।	০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৭	শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫০৬১৩৪ ই-মেইল: pd50bg50mgsdp@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** রাজস্ব বাজেট ছাড়াও ক্যারেজ পুনর্বাসন করে ক্যারেজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহন করা হয়। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৩৮৪৬.৯১ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১৩৮৪৬.৯১ লক্ষ টাকা। পিএল: ০০.০ লক্ষ টাকা।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুলতার কারণে যেসব ক্যারেজ মেরামত/পুনর্বাসন করা সম্ভব নয় সেগুলি পুনর্বাসন। খ) রেলওয়ে পরিবহনের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গ) যুগোপযোগী ও উন্নততর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ/প্যাসেঞ্জার এ্যামিনিটিস প্রতিস্থাপন/সংযোজন এর মাধ্যমে ভ্রমণ আরামদায়ক করার মাধ্যমে যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন। **লক্ষ্যমাত্রা:** রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের বহরে ১০০ টি যাত্রীবাহী ক্যারেজের সংযোজন। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ০১.০৬.২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রকল্পের কার্যক্রম:** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫টি, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪০টি এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩৫টি কোচ আউটটার্ণ দেয়ার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ২১.৫০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ১২.২২ %। **ফলাফল:** বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে ক্যারেজ প্রাপ্যতা ও যাত্রী পরিবহন বৃদ্ধি পাবে।
১৮	২০২২ সালের বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট-ছাতকবাজার সেকশন (মিটারগেজ) পুনর্বাসন।	০১.০৪.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৬	মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আরিফ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫০৬১৩৭ ই-মেইল: arifrail@yahoo.com	**ভূমিকা:** ২০২২ সালের বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট-ছাতকবাজার সেকশন (মিটারগেজ) পুনর্বাসন। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ২৪১৫৯.৫০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৫৬৭৬.৩৪ লক্ষ টাকা। পিএ: ১৮৪৮৩.১৬ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • ২০২২ সালের বন্যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট ছাতক বাজার সেকশনের ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে ট্র্যাক, বাঁধ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো পুনর্বাসন; • সিলেট হতে ছাতক বাজার সেকশনে রেল যোগাযোগ পুনরুদ্ধারকরণ; • বিভাগীয় গতি বাড়ান এবং ভ্রমণের সময় হ্রাসকরণ; • ভবিষ্যৎ ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত জলপথের কাঠামো নির্মাণ এবং রেলপথের বাঁধ বাড়ানো; • কম্পিটার ট্রেন বাড়ানো; • পণ্য ট্রেন চালুকরণ। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ২৩.১২.২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** ২০২২ সালের বন্যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট ছাতক বাজার সেকশনের ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে ট্র্যাক, বাঁধ

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো পুনর্বাসন করা। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ০.৭৫ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ১০.০৫ %। **ফলাফল:** সিলেট হতে ছাতক বাজার সেকশনে রেল যোগাযোগ পুনরুদ্ধার, সেকশনাল গতি বৃদ্ধি ও নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে।
১৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী-পাবর্তীপুর সেকশনের স্টেশন সমূহের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ।	০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৭	সৈয়দ মোঃ শাহিদুজ্জামান, প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (পশ্চিম) ও প্রকল্প পরিচালক (অ দা) ফোন: ০১৭১১৫০৬১৪৭ ই-মেইল: pdsig@railway.gov.bd brsha25@gmail.com	**ভূমিকা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর করিডোর দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ করিডোর। এটি রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সাথে সংযোগকারী বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান লাইন।পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী (ISD)-পার্বতীপুর (PBT) বিভাগের ২০টি স্টেশনের বিদ্যমান সিগন্যালিং ব্যবস্থা অত্যন্ত পুরনো এবং জরাজীর্ণ। এই স্টেশনগুলোর সিগন্যালিং সিস্টেম ১৯২৭ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল।এই কারণে মালঞ্চি, ইয়াসিনপুর, নাটোর, বাসুদেবপুর, মাদনগর, আত্রাই, শাহাগোলা, রাণীনগর, সান্তাহার, সান্তাহার গুডস, তিলকপুর, বিরামপুর, ফুলবাড়ী, ভবানীপুর, আক্কেলপুর, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, হিলি এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে স্থাপিত পার্বতীপুর স্টেশনের পুরনো ও জরাজীর্ণ যান্ত্রিক সংকেত ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।দক্ষিণ কোরিয়ার ইডিসিএফ (EDCF) এবং এক্সিম ব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ বর্তমানে চলমান। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৬৪৮০৮.৪৫ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১৭২২৯.৬১ লক্ষ টাকা। পিএল: ৪৭৫৭৮.৮৪ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • ট্রেন চলাচলে নিরাপত্তা এবং নিয়মানুবর্তিতা নিশ্চিত করা ; • গতি বৃদ্ধি, সেকশনের ট্রেন চলাচল সংখ্যা বৃদ্ধি, • অপারেশনাল সুবিধা বৃদ্ধি ও পরিশেষে আব্দুলপুর-পার্বতীপুর সেকশনে ট্রেনের ভ্রমণ সময় হ্রাস করা; • সিগন্যালিং সিস্টেম আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেকশনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; • গুরুত্বপূর্ন লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় সড়ক ও রেলওয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ; • সেকশনটিকে আঞ্চলিক ট্রেন যোগাযোগের জন্য শক্তিশালী করণ; • প্রস্তাবিত ট্রান্স-এশিয়া রেলপথে সংযোগের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ সংযুক্ত একটি ভবিষ্যত রেল নেটওয়ার্ক স্থাপন। **প্রকল্প অনুমোদন:** পরিকল্পনা বিভাগ ,এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ ,একনেক শাখা-১ হতে ০৯.০৭.২০২৩ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন বিষয়ে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ২০.০৭.২০২৩ তারিখে বিবেচ্য প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রধান কার্যক্রম: • সিগন্যালিং যন্ত্রাংশ,ইন্সটেশন,পূর্ত এবং পি-ওয়ে, ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং অন্যান্য ফেসিলিটি • পরামর্শক সেবা • কর্মকর্তাদের, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি এবং অনান্য • ফিজিক্যাল এবং প্রাইস কন্টিজেন্সি **অগ্রগতি:** বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঋণচুক্তি সংশোধনের পাশাপাশি প্রস্তুতকৃত খসড়া আরএফপিতে সম্মতির জন্য অপেক্ষামান রয়েছে। একইসাথে, ঋণচুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ০.০২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০১ %। **ফলাফল:** প্রকল্পটির মাধ্যমে রেলপথের আধুনিকীকরণ এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি হবে, যার ফলে পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগের উন্নতি সাধিত হবে।
২০	ধীরাশ্রম আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণসহ পুবাইল-ধীরাশ্রম রেল লিংক নির্মাণ।	০১.১০.২০২৩ হতে ৩০.০৯.২০২৬	মোঃ হামিদুর রহমান প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৬৯১১৬১ ই-মেইল: Pddicd@railway.gov.bd	**ভূমিকাঃ** বর্তমানে কমলাপুর আইসিডি এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিবহণকৃত অভ্যন্তরীণ এবং বহির্মুখী উভয় কন্টেইনার কার্গো পরিচালনা করা হয়। কিন্তু কমলাপুর আইসিডির সক্ষমতা বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্রম বর্ধমান কন্টেইনার পরিবহন সক্ষমতা ও শেয়ার বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কারনে বিদ্যমান আইসিডি এর পরিসর সংকুচিত হচ্ছে ও ভবিষ্যত পরিকল্পনায় কমলাপুর স্টেশন এলাকায় মাল্টিমোডাল হাব নির্মিত হলে কমলাপুর আইসিডি স্থানান্ত প্রয়োজন হবে বিবেচনায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক “ধীরাশ্রম আইসিডি” নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায়, ধীরাশ্রমে পরিকল্পিত আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণসহ পূবাইল হতে ধীরাশ্রম পর্যন্ত রেল লিংক নির্মাণ করা হবে, যা “ধীরাশ্রম আইসিডি” নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন ধাপ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৩৪০২৮৮.৬০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৩৪০২৮৮.৬০ লক্ষ টাকা। পিএল: ০০.০ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** ক) ধীরাশ্রমে পরিকল্পিত আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ করা। খ) পূবাইল হতে ধীরাশ্রম পর্যন্ত ৭.১৬ কিঃমিঃ (ট্র্যাক কিঃমিঃ ১০.৩৫) রেল লিংক নির্মাণ। গ) সহজে কম খরচে রেলওয়ের মাধ্যমে কনটেইনার পরিবনের দ্বারা আর্থ সামাজিক উল্লয়নসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি করা। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** গত ০৫.০৯.২০২৩ তারিখে **ECNEC** কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৯.২০২৬ পর্যন্ত।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রধান কার্যক্রম: ক) ধীরাশ্রমে পরিকল্পিত আইসিডি ও পূবাইল হতে ধীরাশ্রম রেল লিংক নির্মাণের নিমিত্ত ২৪২.১৮৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ। খ) পূবাইল রেলওয়ে স্টেশন হতে ধীরাশ্রম আইসিডি এবং ধীরাশ্রম আইসিডি থেকে ধীরাশ্রম রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ৭.১৬ কিঃমিঃ (ট্র্যাক কিঃমিঃ ১০.৩৫) রেল লিংক নির্মাণ। গ) ৬টি মেজর ব্রীজ, ৭ টি মাইনর ব্রীজ ও লেভেল ক্রসিং গেট নির্মাণ। ঘ) সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশান ব্যাবস্থাসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক নির্মাণ কাজ। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১৩.০০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০১ %। **ফলাফলঃ** ধীরাশ্রমে পরিকল্পিত আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহনসহ পূবাইল হতে ধীরাশ্রম পর্যন্ত ৭.১৬ কিঃমিঃ (ট্র্যাক কিঃমিঃ ১০.৩৫) রেল লিংক নির্মাণ করা হবে যা “ধীরাশ্রম আইসিডি” নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন ধাপ। এ প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকায় পরবর্তীতে “ধীরাশ্রম আইসিডি” নির্মাণ করা হবে, যার ফলে অত্র প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পুবাইল-ধীরাশ্রম সংযোগ রেল লাইনের মাধ্যমে কন্টেইনার পরিহনের দ্বারা বৈদেশিক আমদানি-রপ্তানী বাণিজ্য সহজতর হবে, নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল নির্মিত হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, রোড নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ঢাকা শহরের যানজট হ্রাস পাবে, সর্বোপরি বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধিসহ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে ।
২১	চট্টগ্রাম- দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর।	০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৮	মোঃ সুবক্তগীন প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৬৯১৬৬৪ ই-মেইল: pdctg_dhz@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথটির নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত রেল করিডোর-১ এর চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইন প্রায় ৮৫ বছরের পুরাতন। ঢাকা-কক্সবাজার নিরবচ্ছিন্ন দ্রুত গতিসম্পন্ন ব্রডগেজ ট্রেন পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম-দোহাজারী সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ ট্র্যাকটি ব্রডগেজে রুপান্তরসহ বিভিন্ন রেলস্থাপনা ও সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরী। এর ফলে, ঢাকা থেকে কক্সবাজার নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্রুতগতির ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হবে এবং এ অংশের সেকশনাল ক্যাপাসিটি (দৈনিক ২৬ জোড়া ট্রেন) বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, পাহাড়তলী-ঝাউতলা বাইপাস নির্মাণ করা হলে ঢাকা থেকে কক্সবাজারগামী ট্রেনসমূহকে চট্টগ্রাম প্রবেশ করতে হবে না, এতে ১ ঘন্টা রানিং টাইম সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। এতে চট্টগ্রাম/ষোলশহর থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত উচ্চগতির ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়াও ঢাকা ও সিলেট এলাকা থেকে উচ্চগতির ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হবে।দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পর্যটন শিল্পের প্রসার বিবেচনায় এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১০৭৯৭০৮.৫২ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৩৭১১৪৪.০০ লক্ষ টাকা। পিএল: ৭০৮৫৬৪.৫২ লক্ষ টাকা।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) পাহাড়তলী-চট্টগ্রামসহ চট্টগ্রাম-দোহাজারী, ৫২ কিলোমিটার মিটারগেজ ট্র্যাককে ডুয়েল গেজ ট্র্যাকে রূপান্তর করা। (খ) দোহাজারী-কক্সবাজার (নির্মাণাধীন) রেল করিডোরের সাথে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল করিডোরের সংযোগ কারী রাজধানী শহর ঢাকা ও কক্সবাজার পর্যটন আকর্ষণের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন রেল সেবা প্রদান। (গ) বিজি এবং এমজি ট্রেনগুলির জন্য যথাক্রমে বিজি ট্রেন ১০০ কি.মি. /ঘন্টা এবং এমজি ট্রেন ৮০ কি.মি./ ঘন্টা অপারেশনাল ডিজাইনের গতিতে উন্নত করা। **অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ৩১.১০.২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** • মেইন লাইন এবং লুপ লাইন সহ মোট ৬২.৪৮ কি.মি. ট্র্যাককে ডুয়েলগেজে রূপান্তর করা হবে। • ৫টি স্টেশন (পাহাড়তলী, ষোলশহর, পটিয়া, কাঞ্চননগর এবং দোহাজারী) সিবিআই সিগন্যাল ও ইন্টারলকিং পদ্ধতি চালু করা। • ৩টি স্টেশনে (পাহাড়তলী, ষোলশহর ও ঝাউতলা) পুনর্নির্মাণ এবং ১৪টি স্টেশন বিল্ডিং এর মেরামতকরণ কাজ। • ৩০টি মিটার গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। • ২০টি মেজর এবং ৬৮টি মাইনর ব্রীজ পুনর্নির্মাণ। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১.৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ %। **ফলাফল:** (ক) পাহাড়তলী-চট্টগ্রামসহ চট্টগ্রাম-দোহাজারী, ৫২ কিলোমিটার মিটারগেজ ট্র্যাক ডুয়েল গেজ ট্র্যাকে রূপান্তরিত হবে। (খ) ৫টি স্টেশন (পাহাড়তলী, ষোলশহর, পটিয়া, কাঞ্চননগর এবং দোহাজারী) সিবিআই সিগন্যাল ও ইন্টারলকিং পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ট্রেনের গতিবৃদ্ধি পাবে এবং ট্রেন নিরাপদ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা যাবে। (গ) ৩টি স্টেশন ভবন (পাহাড়তলী, ষোলশহর ও ঝাউতলা) পুনর্নির্মাণ এবং ১৪টি স্টেশন বিল্ডিং এর মেরামতকরা হলে যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। (ঘ)৩০টি মিটার গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহের মাধ্যমে রেলওয়ের অপারেশনাল সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। (ঙ) দোহাজারী-কক্সবাজার রেল করিডোরের সাথে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল করিডোরের সংযোগ কারী রাজধানী শহর ঢাকা ও কক্সবাজার পর্যটন আকর্ষণের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন রেল সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। (চ) অধিক পরিমাণে যাত্রীবাহী এবং কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হবে। (ছ)চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সেকশনে ট্রেনের রানিং টাইম হ্রাস পাবে।
২২	রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুবিধাদি প্রস্তুতিমূলক কারিগরী সহায়তা।	০১.০৭.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২৬	মোঃ আবিদুর রহমান প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৬৯১১৭৫ ই-মেইল: pdrcipf@gmail.com	**ভূমিকাঃ** বংলাদেশের জন্য মালামাল ও যাত্রিদের ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবহন চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর, বন্দর এবং উপ আঞ্চলিক হাব এর সাথে সহজ এবং নিরবিচ্ছিন্ন সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন বর্তমানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেলওয়ে খাত অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে আলোকে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সহযোগীতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে এর স্বক্ষমতা বৃদ্ধি, নিরাপদ পরিচালন ব্যবস্থা, উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের সামগ্রিক পরিচালন স্বক্ষমতা বৃদ্ধি। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ২৩৫৩৭.৬১ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৬৮২৩.১৪ লক্ষ টাকা। পিএ: ১৬৭১৪.৪৭ লক্ষ টাকা।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u> বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কার্যাদি সম্পাদন করা "রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুবিধাদি প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত ১১টি উপ-প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ নক্সা প্রণয়ন করা হবেঃ ১. বিদ্যমান হার্ডিঞ্জ ব্রীজের সমান্তরালে একটি নতুন ব্রীজ নির্মাণে বিশদ নক্সা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ২. আব্দুলপুর বাইপাসসহ আব্দুলপুর-রাজশাহী সেকশনে বিদ্যমান ব্রডগেজ লাইনের সমান্তরালে এবং আব্দুলপুর-সান্তাহার-পার্বতীপুর সেকশনে বিদ্যমান ডুয়েলগেজ লাইনের সমান্তরালে একটি নতুন ব্রডগেজ লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্সা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৩. আমনুরা থেকে সান্তাহার পর্যন্ত একটি নতুন ব্রডগেজ লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্সা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৪. সান্তাহার বাইপাসসহ সান্তাহার-বগুড়া-কাউনিয়া-লালমনিরহাট মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং বিদ্যমান লাইনের সমান্তরালে একটি নতুন ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মানের জন্য বিশদ নক্সা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৫. ভৈরববাজার-ময়মনসিংহ মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং বিদ্যমান লাইনের সমান্তরালে একটি নতুন ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্সা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৬. নারায়ণগঞ্জ থেকে লাকসাম/কুমিল্লা পর্যন্ত কর্ডলাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্সা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৭. যশোর-বেনাপোল সেকশনে বিদ্যমান ব্রডগেজ লাইনের সমান্তরালে একটি ব্রডগেজ লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্সা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৮. টঙ্গী বাইপাসসহ জামালপুর-তারাকান্দি-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ রূপান্তরের জন্য বিশদ নক্সা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৯. রোলিং স্টকের ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ এবং রোলিং স্টক রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর, পুন:নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় নতুন স্থাপনা নির্মাণের জন্য বিশদ ডিজাইনসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ১০.ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসসূহে যাত্রীসুবিধা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্টেশনে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, ভূমি ব্যবহারের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন, অপটিক্যাল ফাইবার টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, যাত্রী এবং মালামাল পরিবহনের চাহিদা নিরুপণসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য **Core** এবং **Non-Core** বিজনেস সম্পর্কিত বিশদ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন। ১১. সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে **Intermediate Block System** এর গুরুত্ব ও বিদ্যমান **Computer Based Interlocking System** এর সাথে **ATS/ATP** স্থাপন ও মেইন লাইনে **CTC** সিস্টেম প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ এবং সিগন্যালিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা যাচাইকরণ। **<u>প্রকল্পের অনুমোদনঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২৯.০৬.২০২০ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রধান কার্যক্রমঃ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুবিধাদি প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প'টি দেশের ভিতর এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মধ্যে কৌশলগত যোগাযোগ ব্যবস্থার সংযোগ সাধনের লক্ষ্যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ রেলওয়েতে যে সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে - ১১টি উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যথাঃ ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিটেইল ডিজাইন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করবে। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৩৮.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৫.০৭ %। ➢ ১৪.০২.২০২৩ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ➢ নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপ-প্রকল্প ১ হতে ১১ এর Inception Report এবং Interim Report দাখিল করা হয়েছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ➢ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপ-প্রকল্প ২ এবং ১১ এর Draft Feasibility Study Report ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে দাখিলকৃত Draft Feasibility Study Report রিভিউ করা হচ্ছে। ➢ অন্যান্য উপ প্রকল্পের Draft Feasibility Study Report প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। **ফলাফলঃ** উপ-প্রকল্পসমূহ ফিজিবল প্রমাণিত হলে, ডিটেইল ডিজাইন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। পরবর্তীতে, ইনভেস্টমেন্ট প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান পরিবহন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর, বন্দর এবং উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের সঙ্গে সহজ, নিরবিচ্ছিন্ন এবং সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
২৩	রেলওয়ের মাধ্যমে কনটেইনার ফ্রেইট কার্গো পরিবহনের সুবিধা যাচাইয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা।	০৬.০৪.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৫	এ এম সালাহ উদ্দিন যুগ্ম মহাপরিচালক (উন্নয়ন-ট্রাফিক) ফোন: ০১৩২৫০৮৭৩০৭ ই-মেইল: jdgdevt@railway.gov.bd	**ভূমিকা**: বাংলাদেশের লজিস্টিকস নেটওয়ার্কের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র বাহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৯০% চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের সংগৃহিত আন্তর্জাতিক কন্টেইনার কার্গো পরবর্তীতে দেশিয় মাল্টিমোডাল লজিস্টিক নেটওয়ার্ক যেমন: সড়ক, রেলপথ ও নদী পথের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বহন করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সড়ক পরিবহনের অবদান ৭০%। অন্যদিকে, রেলপথের অবদান মাত্র ০৩%। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক কন্টেইনার ফ্রেইট পরিবহন করা হলেও কনন্টেইনার ডিপো পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং কন্টেইনার কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি: এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, নীতি সহায়তা, কন্টেইনার ডিপো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনার প্রবিধি/পদ্ধতি ইত্যাদি প্রবর্তনের পাশাপাশি সার্বিক বিষয়াদির আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তার জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৭৪৯.৮১ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১৭.১০ লক্ষ টাকা। পিএল: ৭৩২.৭১ লক্ষ টাকা।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রকল্পের উদ্দেশ্য: • জাতীয় অভ্যান্তরীন কন্টেইনার ডিপো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন; • রেলওয়ের মাধ্যমে কন্টেইনার পরিবহন স্ট্রীম লাইন করা; • অভ্যান্তরীন কন্টেইনার ডিপো নির্মাণ এবং ডিপো পরিচালনার প্রবিধান, তদারকি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন। **প্রকল্পের অনুমোদন:** গত ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি: তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক টিএপিপি অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** • ধীরাশ্রম আইসিডি নির্মাণ পরবর্তি নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং প্রশাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো; • জাতীয় অভ্যান্তরীন কনটেইনার ডিপো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন; • CCBL এর ব্যবসায়িক পরিকল্পনা; • ধীরাশ্রম আইসিডি যথাযথভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৩০.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.৯২ %। **ফলাফল:** প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আইসিডি নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন ।
২৪	জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনের ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (প্রকৌশল সেবা) সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	০১.০৭.২০২৩ হতে ৩১.১২.২০২৫	মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.) ফোন: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫ ই-মেইল: pdjidlp@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনের ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ করার কারিগরি সহায়তার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৬৬৭৩.৩৫ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৪৩৪৭.৬১ লক্ষ টাকা। পিএ: ১২৩২৫.৭৪ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** জয়দেবপুর-ঈশ্বরদি ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি ও ডিটেইল ডিজাইন সম্পন্ন করা। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ০৪.১১.২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** জয়দেবপুর-ঈশ্বরদি ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি হালনাগাদকরণ, • প্রকল্পের সমূদয় স্থাপনার ডিটেইল ডিজাইন সম্পন্ন করা • প্রকল্পে দরপত্র দলিল প্রণয়ন করা • দরপত্র মূল্যায়নে সহায়তা করা

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				অগ্রগতি: বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ০.১০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০২ %। • জাইকা এ প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাইকা এ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি হালনাগাদ করার জন্য প্রিপারেটরী সার্ভে টীম নিয়োগ করে। প্রিপারেটরী সার্ভে টীম প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি রিপোর্ট হালনাগাদ করে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে দাখিল করেছে। জাইকা এ প্রকল্পে দুই ধাপে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যথা: (ক) প্রকৌশল সেবার জন্য অর্থায়ন ও (খ) নির্মাণ কাজের জন্য অর্থায়ন। প্রকৌশল সেবার জন্য অর্থায়নের বিষয়ে গত মার্চ ২০২৩ মাসে জাইকার সাথে ঋণচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। **ফলাফল:** বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।
২৫	রেলওয়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সুরক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যপরিচালনা কারিগরি সহায়তা।	১৫.১০.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৮	মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৬৯১০৬৩ ই-মেইল: akc19711973@gmail.com	**ভূমিকা:** রেলওয়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সুরক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যপরিচালনা কারিগরি সহায়তা" প্রকল্পটি "দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়নমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প এর প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা” প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সুরক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। টিএপিপিটি পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও বনবিভাগের সাথে সমন্বয় করবে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৪৯৮.৭৫লক্ষ টাকা। জিওবি: ৬.০০ লক্ষ টাকা। পিএ: ৪৯২.৭৫ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** (ক) রেল নিরাপত্তা ও নিরাপদ লেভেল ক্রসিং এর ওপর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রোগ্রাম প্রণয়ন করা। (খ) পরিবেশ ও পুনর্বাসন মনিটর করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে সহায়তা করা। (গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া। (ঘ) বণ্য প্রাণীর আবাসন সংরক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা মনিটর করা। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ১৩.১১.২০২৩ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** • পরামর্শক সেবা • আন্তর্জাতিক পরামর্শক (Biodiversity Expert- ০৪ জনমাস) স্থানীয় পরামর্শক (Environmental Specialist- ০৮ জনমাস, Forestry Expert- ০৪ জনমাস, Land acquisition and Resettlement Expert-০৪ জনমাস, Transport/Railway Engineer - ০৪ জনমাস) **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ০.০০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ %।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				ফলাফল: পূর্ববর্তী টিএপিপি'র আওতায় ইতোমধ্যে কিছু জলাশয় ও Salt Lick নির্মাণ করা হয়েছে, বনবিভাগের খালি জায়গায় Habitat Enhancement Plan (HEP) এর আওতায় কিছু গাছপালা লাগানো হয়েছে এবং হাতি যে উক্ত গাছপালা খায়, পানি পান করে ও গোসল করে তা হাতির চলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য স্থাপনকৃত ক্যামেরায় দেখা যায়। এছাড়াও দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আন্ডার পাস ওওভারপাসে বাঁশ গাছ, কলা গাছ সহ আরো অনেক গাছ রোপন করা হয়েছে।
২৬	কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর উপর একটি রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	০১.০৭.২০২৪ হতে ৩১.১২.২০৩০	মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭৫৫৫০০৪৭৬ ই-মেইল: akc19711973@gmail.com	**ভূমিকাঃ** মিটারগেজ লাইন বিশিষ্ট পুরোনো কালুরঘাট রেল সেতুটি ১৯৩১ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে সেতুটির ডেক পরিবর্তন করে রেল ও সড়ক সেতুতে রূপান্তর করা হয়। এ সেতুর উপর দিয়ে ঘন্টায় ২০কি:মি: গতিতে ট্রেন চলাচল করে এবং এ সময় সেতুর উপর দিয়ে সড়ক পথের যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। ফলে সেতুর উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় একশত বৎসরের পুরোনো বিদ্যমান কালুরঘাট রেল ও সড়ক সেতুটি জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এছাড়া পুরোনো সেতুটির নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স মাত্র ৪.৯২ মিটার হওয়ায় এ সেতুর নীচ দিয়ে বড় জাহাজ/নৌ-যান চলাচল করতে পারে না। সার্বিক বিবেচনায় পুরোনো বিদ্যমান কালুরঘাট রেল ও সড়ক সেতুটির পরিবর্তে নতুন রেল ও সড়ক সেতু নির্মাণ করা অতীব জরুরী হয়ে পড়ে। এ কারণে কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর উপর রেল ও সড়ক সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** মোটঃ ১,১৫৬,০৭৬.৭৮ লক্ষ টাকা, জিওবিঃ ৪৪৩.৫৬২.৬২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণঃ ৭১২.৫১৪.১৬ লক্ষ টাকা **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** (ক) ট্রেন চলাচলের সময় কমানো; (খ) সংকেত ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পরিচালন সুবিধা বৃদ্ধি; (গ) দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস; (ঘ) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে নতুন ট্রেন চালুর মাধ্যমে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি; (ঙ) বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের যানজট হ্রাস; (চ) মাতারবাড়ী (সোনাদিয়া) গভীর সমুদ্রবন্দরের সাথে সংযোগের জন্য করিডোর তৈরি। **অনুমোদনঃ** প্রকল্পটি গত ১৭.১১.২০২৪ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রমঃ** ● ৭০০ মিটার মূল সেতু, ৬.২ কি.মি ভায়াডাক্ট এবং ৪.৫ কি.মি বাঁধ সহ রেল লাইন নির্মাণ কাজ, যার মধ্যে রয়েছে উপকরণ সরবরাহ, শ্রমিক, সরঞ্জাম, পরিবহণ ইত্যাদি; ● আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরামর্শক সেবা (আন্তর্জাতিক: ৬৭৩ Man-Month এবং জাতীয়: ১৫১৯ Man-Month) ● ১৪১.০৪ একর জমি অধিগ্রহণ। ● বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ভিত্তিতে আর্থিক ও অবকাঠামোগত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				অগ্রগতি: বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ০.০০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ %। **ফলাফলঃ** ● কর্ণফুলী নদীর উপর রেল ও সড়ক সেতু নির্মাণের ফলে লাইন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে; ● এই সেকশনে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে; ● এই সেকশনের সড়কে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে; ● উন্নত রেলওয়ে ট্র্যাক এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থা ট্রেনগুলির নিরাপদ, আরামদায়ক এবং দ্রুত চলাচল নিশ্চিত করবে। ফলস্বরূপ, মানুষ ট্রেনে ভ্রমণে আগ্রহী হবে এবং ট্রেনে পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে; ● ট্রেন চলাচলের সময় হ্রাস পাবে।